মুমিনের সুসংবাদ

বই	**মুমিনের সুসংবাদ**
লেখক	ড. খালিদ আবু শাদি
ভাষান্তর	ইলিয়াহ আশরাফ
সম্পাদনা	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

মুমিনের সুসংবাদ

ড. খালিদ আবু শাদি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

মুমিনের সুসংবাদ

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩৪৩৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২৫০, US $ 15, UK £ 10

MUMINER SUSONGBAD

Writer : Dr. Khaled Abu Shadi

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, Underground, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95222-7-0

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

লেখকের হায়াতে, ইলমে-আমলে
বরকত কামনায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

কিছু প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস যা কোনো মানুষের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং সেই সত্তার প্রতিশ্রুতি যিনি কখনো তা ভঙ্গ করেন না এবং স্বীয় বান্দাদের নিরাশ করেন না।

তবে আজ তারা সেসব প্রতিশ্রুতি কেন বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে! অথচ কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও নবিজির হাদিস এসব প্রতিশ্রুতিতে ভরপুর। এটা কি কুরআন-সুন্নাহ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে নাকি প্রতিশ্রুতির শর্তসমূহ পূরণে আলস্যের কারণে!?

প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সন্দেহ নাকি যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁকে নিয়ে কোনো সংশয়!? নাকি পথের দীর্ঘতা তাদের হাঁপিয়ে তুলেছে বা শত্রুদের উপর্যুপরি আক্রমণ তাদের ক্লান্ত করে দিয়েছে!? অথবা অত্যাচারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের সন্ত্রস্ত করে দিয়েছে? কিংবা শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও উলামায়ে কিরামের কৌশলগত ত্রুটি তাদের অকৃতার্থ করে দিয়েছে? যদি এগুলো কিছুই না হয়, তাহলে কেন এই নীরবতা!

সামনে অগ্রসর হও, আঘাত করো শক্ত পদে ধূসর ভূমিতে, আকাশসম সাহস নিয়ে হতাশার উপত্যকা থেকে ফিরে এস। তোমার আশাগুলো শুধু তোমার রবের সাথে সংযুক্ত করো তাঁর উপত্যকার শীতল পানি গোসল ও পান করার জন্য। এটি আম্বিয়ায়ে কিরামের পথ। এ পথে রয়েছে উত্তম সাথিদের পদচিহ্ন। তাই এ পথ আগলে ধর। কেননা, এটি নাজাতের চাবিকাঠি। তোমার অন্তরকে তা দ্বারা সিঞ্চিত করো, এটি জীবনের অমৃত সুধা...

শয়তান যখন তোমার অন্তরে কোনো সংশয় ঢেলে দেবে বা তোমাকে নিক্ষেপ করবে দুশ্চিন্তার উপত্যকায় তখন 'অমুক বিপদে পড়েছে', 'আরেকজন মারা গেছে' ইত্যাদি উপদ্রব তুমি শুনতে পাবে। মানব ও দানব শয়তানদের কর্ণকুহরে আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ দিয়ে শক্তি ও অবিচলতার সাথে বজ্রকণ্ঠে তীব্র আঘাত করো এবং বলো—

তোমাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে অবশ্যই তা আসবে

তোমাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে অবশ্যই তা আসবে

তোমাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে অবশ্যই তা আসবে

উল্লিখিত কথাগুলো লেখকেরই। বইয়ের সারনির্যাস। বইয়েরই অংশ। এ কথাগুলোর পর বই সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। শুধু বলব, এমন একটি বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ।

এটি ড. খালিদ আবু শাদি রচিত 'ইয়ানাবিউর রজা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ। দ্বিতীয় খণ্ডও ইনশাআল্লাহ প্রকাশিত হবে।

বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলিম ও অনুবাদক ইলিয়াস আশরাফ। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে এটিই তার প্রথম অনুবাদ। আশা করছি তিনি খুব সহজেই পাঠকের আস্থা ভাজন হয়ে উঠবেন। বইটি সম্পাদনা করেছেন মুহতারাম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তার প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

প্রিয় পাঠক, বইটি প্রকাশে আমরা যত্নে ত্রুটি করিনি। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি বা অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাদের অবহিত করে বাধিত করার অনুরোধ রইল।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২৭ মে, ২০২১ খ্রি.

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে তোমরা যথাযথ ভয় করো। মুসলিম হয়েই মৃত্যুবরণ করো। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে মানবসমাজ, তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; তাঁদের থেকে অগণিত পুরুষ-নারী বিস্তার করেছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা পরস্পর যাচ্ঞা করে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের পর্যবেক্ষনণ করেছেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১]

أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলকে সঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করবে সে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করবে। [সুরা আল আহযাব, আয়াত : ৭১]

উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে এবং সামনে আপতিত ভয়ংকর বিবর্তনের বিশালত্বে অনেক মুসলিম যুবকের অন্তরে হতাশার প্রাসাদ নির্মাণ করে নিয়েছে। তারা নৈরাশ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা স্বচক্ষে দেখছে শহিদদের মিছিল, রক্তের স্রোত-ধারা, ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার স্ফীত উর্ধ্বগমন, শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কবলে স্বাধীন চলাফেরায় ব্যাঘাত। ফলে হীনম্মন্যতা তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। এই সংক্রামক আত্মা ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে সুলক্ষণের স্থলে কুলক্ষণ গ্রহণ করা হচ্ছে। অনেকের প্রত্যয় থেকে সঞ্জীবনী শক্তি মুখ লুকিয়ে ভেসে যাচ্ছে, যা দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং কার্যকরী সমাধানের দাবি উত্থাপন করে।

কুরআন-সুন্নাহর ঐশী বাণীতে রয়েছে অন্তরের নিরাময়—এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি হচ্ছে সেই বাণী যা পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ হলে ভয়ে চূর্ণ হয়ে যেত। মানব-অন্তরে তার ছোঁয়া লাগায় তা নম্র হয়েছে, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা ছেড়ে শান্ত হয়েছে। তাই এই কিতাবের পৃষ্ঠাগুলোয় তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার ৩০টি সুসংবাদ ও নীতি একত্রিত করেছি। তোমাদের মধ্যে যারা হতাশ তাদের অন্তরে বিপ্লব সাধনের জন্যে তা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। অলস-অচেতনদের শরীরে প্রাণশক্তি ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

সত্য-মিথ্যার মাঝে অবিরত সংঘাতের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধযুক্ত কিছু নীতি। বান্দার হাত ধরে পরীক্ষার পুল পেরিয়ে প্রতিদানের বিস্ময়ে উন্নিত করবে। তুমি কি প্রস্তুত আমাদের সাথে এই পথ চলতে, গন্তব্যে পৌঁছতে, যেন উম্মাহর বিজয়ের ইলাহি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয় এবং বন্দি মসজিদে আকসা পুনরায় স্বাধীন হয়!

আমাদের ওয়াজিব আমলগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে যে বিভিন্ন রং ও ধরন পরিলক্ষিত হয়, এর ফলে আমলের গুণভেদে পার্থক্য তৈরী হয়ে যায়। আজ সুলক্ষণ নিয়ে যে আপন শ্রম ব্যয় করবে এবং যে হতাশা ও নিরাশা নিয়ে ব্যয় করবে—তাদের মাঝে এই পার্থক্যরেখা প্রস্ফুটিত হবে; ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য; দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে পার্থক্য; আমলের সওয়াব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় পার্থক্য।

বর্ণিত আছে, শাস্তির দিনগুলোতে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাস করা হলো,

হে আবু আবদুল্লাহ, মিথ্যা কীভাবে সত্যের ওপর বিজয় হয়ে গেল দেখেছেন? তিনি বললেন, কস্মিনকালেও না! বাতিল হকের ওপর বিজয়ী হবে তখন, যখন অন্তরগুলো হেদায়েত ছেড়ে ভ্রান্তিতে রূপান্তরিত হবে; আর আমার অন্তর এখনো হককেই আঁকড়ে ধরে আছে।[১]

আল্লাহর শপথ, তিনি সত্যই বলেছেন। এটিই হচ্ছে আখিরাতমুখী মানুষের সফলতার মানদণ্ড। আজকের যুদ্ধে আহলে হক আহলে বাতিলকে পরাজিত করে দেওয়ার নাম বিজয় নয়। এটা তো একমাত্র আল্লাহর হাতে; তিনি যখন যেভাবে চান তা রূপান্তর করেন।

আখিরাতের পরীক্ষায় সফলতার মূল্যায়ন এটা দেখে করা হবে না যে, তুমি কোথায় পৌঁছেছে, বরং কতটুকু চেষ্টা তুমি করেছ এবং চলার সূচনা থেকে কতটুকু পথ অতিক্রম করেছ তা দেখে সফলতা নির্ণয় করা হবে।

চাঞ্চল্যপূর্ণ কিছু আত্মজিজ্ঞাসা

- আমি কি সহিহ পথ নির্বাচন করেছি?
- আমি কি খাঁটি বান্দাদের সাথে যুক্ত হয়েছি, নাকি গাফেল ও অসৎ বান্দাদের দলে আছি?
- দীর্ঘ পথ চলায় কি আমার সাহস দুর্বল হয়ে গেছে, আমার মন কি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; যার ফলে আমি অক্ষম হয়ে বসে আছি এবং অবশ হয়ে পড়েছি?

---

[১] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৩৭।

- আমি কি আমার দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অলসতা করেছি? গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলেও আমি কি জানি—আমার দায়িত্ব কী?

এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর তোমাকে দেখিয়ে দেবে, তুমি আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন পর্যায়ে আছ! আজকের ঈমানের রাস্তায় তোমার মর্যাদা সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবে এবং সে অনুযায়ী আগামীতে তোমার জন্য জান্নাতের স্তর বিবেচিত হবে।

আজ উম্মাহ যেসব ঘটনা-দুর্ঘটনার শিকার এবং সামনেও যে করুণ পরিস্থিতি আসতে পারে, সেসবের জন্য উম্মাহকে অসম সাহস ও প্রত্যয়ের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কেননা, ইতিহাস এখন রচিত হবে। আমরা আজ যে চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করব, আগামী বছরগুলোতে উম্মাহর পথের গতি পরিবর্তনে তা উচ্চারিত কথার বলয় ধারণ করবে।

হ্যাঁ...

আজ প্রবঞ্চিত ও অবচেতনের সংখ্যাই বেশি, তার বিপরীতে পরিশ্রমী ও প্রত্যয়ী খুবই নগণ্য।

হ্যাঁ...

আজ পাপিষ্ঠদের রয়েছে ক্রমবর্ধমান দৃঢ়তা; তার বিপরীতে বিশ্বস্তদের অক্ষমতা।

হ্যাঁ...

আজ তোমার কাছে দাবি হল, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা।

কিন্তু...

সবিশেষ জিজ্ঞাসা থেকেই যায়, কখন এই করুণ পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে?

ইতিহাসের পাতায় পাতায় হক-বাতিলের সংঘাত চলমান। তাদের মাঝে বিবাদের রীতি ধাবমান। তারই একটি রীতি হলো, প্রত্যেক জমানায় ধ্বংসশীলদের সংখ্যাধিক্য এবং বিজয়ীদের স্বল্পতা। ইমাম আহমদকে এক জল্লাদ তার তরবারির বাঁট দ্বারা খোঁচা মেরে বলল, তুমি কি এদের সবার ওপর বিজয়ী হতে চাও?

আরেকজন তাঁকে বলতে লাগল, তুমি যা করতে চাচ্ছ, তোমার সাথিদের কেউ তা করেছে?[১]

---

[১] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২৫১।

এই কথা দ্বারা সে তাঁর আত্মশক্তিতে ফাটল ধরাতে চাচ্ছিল এবং তাঁর প্রত্যয়কে দুর্বল করতে চাচ্ছিল। ইমাম আহমদ তার কথার কোনো জবাব দিলেন না, বরং আপন কাজে স্থির থাকলেন! এর মাধ্যমে আমাদের জন্য তিনি প্রকৃত গভীর দুনিয়াবিমুখতার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, বাহ্যিক কপট দুনিয়াবিমুখতা নয়।

যে বাহ্যিক বেশভূষায় এবং বিনয়ে দুনিয়াবিমুখতা খুঁজে, তার জন্য নিম্নোক্ত কথাই যথেষ্ট।

আহমদ বিন আবুল হিওয়ারি, আবু হিশাম মাগাজিলিকে দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

'সমস্ত আশা ত্যাগ করা। পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করা। শান্তি পরিহার করা'।[৩]

আর এটিই এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য...

- দুনিয়াবি সমস্ত আশার রজ্জুকে কর্তন করা, আখিরাতের সুখ ও আরামের সাথে তাকে যুক্ত করা।

- সংশোধন ও সংস্কার, হেদায়েতপ্রাপ্তি এবং হেদায়েতের পথ প্রদর্শন—উভয় ক্ষেত্রেই নিজের চূড়ান্ত শক্তি ও শ্রম ব্যয় করা।

- শান্তিকে বিদায় দেওয়া—আমরা যখন জান্নাতে যাওয়ার জন্য বাহন ঠিক করব, তার আগে শান্তির সন্ধান আমরা কখনই পাব না।

আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন এই কয়েক পৃষ্ঠায় বরকত দেন। পরিশ্রমের ময়দানে এর দ্বারা যেন দূরবর্তী পথ এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা যায়। আমরা যেন ইসলামের একটি গৌরবময় বিজয় অর্জন করতে পারি। ইসলামি ঐক্য, হারানো সম্মান এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা যেন নতুন করে জন্ম নেয় এবং আমাদের চক্ষু শীতল হয়!

---

[৩] কুতুল কুলুব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪৪।

সূচিপত্র

মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে চাই মহৎ কর্মপন্থা	২১
মুত্তাকিরাই সফল	২৬
মুত্তাকি কারা?	২৭
একটি আপত্তি ও তার নিরসন	২৮
কী চমৎকার আল্লাহর নীতি!	৩২
কুরআন কী সাক্ষ্য দেয়	৩৩
তত্ত্ব	৩৪
পাঁচের পরিবর্তে পাঁচ	৩৬
ইতিহাস পাঠ করুন	৩৭
আমাদের পুরনো ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়	৩৭
নতুন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়	৩৮
আল্লাহর সাহায্য	৪০
মজলুমের দুআ থেকে মুক্তি প্রার্থনা	৪২
দুর্বলদের আঙুল এবং অসহায়দের ক্ষীণ আওয়াজ	৪৩
দুর্বলের শক্তি থেকে বেঁচে থাকো	৪৪
আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী	৪৬
জালিমরা ধ্বংস হয়েছে	৫০
ধ্বংস কীভাবে হয়?	৫০
যেমন ধারণা তেমন ফল	৫৪
আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সুধারণা করার অর্থ	৫৪
ইমাম আহমদের ইয়াকিন	৫৬
সবর : সফলতার সোপান	৫৭

ফিতনার অপব্যবহার ৬০
ফিতনায় সফলতা ৬১
ফিতনায় কে অকৃতকার্য হয় ৬২
আল্লাহকে ডাকুন যেমন ডেকেছেন
জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ৬৫
আল্লাহর সতর্ক দৃষ্টি ৬৭
আমাদের রব প্রতিশোধ গ্রহণকারী ৬৮
অস্থির ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় ৭০
বিপদগ্রস্ত অসহায় কে? ৭০
বিপদগ্রস্তের দুআ ৭৩
কীভাবে পৌঁছব? ৭৫
আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান ৭৭
আল্লাহর সাথে ৮০
দুআর একটি পরিপূর্ণ রূপ ৮০
উত্তম পরিচালক যিনি ৮২
আগে ও পরে ৮৪
শক্তির দুআ ৮৫
আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ৮৭
তাওয়াক্কুল কী? ৮৮
তাওয়াক্কুলের ভিত্তি তিনটি ৯০
সুসংবাদ নাও ৯২
সৎকর্মশীলদের প্রতিদান ৯৩
ভাই আমার! ৯৩
কিন্তু আজ তোমার থেকে কোন তাকওয়া কাম্য? ৯৫
সবর ও তাকওয়ার কিছু প্রতিদান ৯৭
খোদাভীতি ৯৯
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ১০২
বিপদগ্রস্থ ভাই আমার! ১০৩
সন্তুষ্টি একটি শক্তিশালী আমল ১০৪
বিপদে আল্লাহর প্রশংসা করা ১০৫
সবকিছুই নির্ধারিত ১০৬

লক্ষণীয় একটি বিষয় ১০৯
তিনিই দাতা তিনিই রক্ষাকারী ১০৯
ভয়কে জবাই করো ওহির ছুরি দিয়ে ১১০
তোমাদের পছন্দে হয়তো কল্যাণ রয়েছে ১১১
বিপদগ্রস্ত ভাই আমার! ১১২
সাহায্য কেবল তারই পক্ষ থেকে ১১৫
এ আয়াতের উদ্দেশ্য কী? ১১৬
ভালো ও মন্দ এক নয় ১১৯
হে রাসুল, শিক্ষকরূপে আপনার উম্মাহকে সম্বোধন করুন! ১১৯
যদিও তোমাকে বিস্মিত করে! ১২১
বুদ্ধিমানদের বিশেষ করে উল্লেখ করলেন কেন? ১২১
গুরবত তথা অসহায়ত্বের একটি ভুল উপলব্ধি ১২৩
উপকারী জিনিসের স্থায়িত্ব ১২৫
প্রথম উপমা—জলজ ১২৫
দ্বিতীয় উপমা—অগ্নিময় ১২৭
এই বস্তুনিষ্ঠ উপমা কেন? ১২৮
তাড়াহুড়ো ভালো নয় ১৩০
নববি অসিয়তের সারমর্ম ১৩০
একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন ১৩২
তাড়াহুড়ো দুই প্রকার ১৩৩
হে মুসলিম ভাইয়েরা! ১৩৪
ইতিহাস থেকে শিক্ষা ১৩৪
সাহায্য কেন বিলম্বিত হয়? ১৩৫
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন পাঠের ফজিলত ১৩৮
তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা ১৩৯
আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব ১৪০
কুরআনে বর্ণিত কালিমা ইসতিরজার প্রতিদান কী? ১৪১
শুধু কথাতেই নয় ১৪২
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ১৪৪
প্রিয় ভাই আমার! ১৪৫
মানুষ কখন আত্মসমর্পণ করে? ১৪৫

প্রিয় ভাই! ১৪৬
হতাশার কিছু নিদর্শন ও প্রতিক্রিয়া ১৪৬
কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি ১৪৯
দয়াময় খুশি হন ১৫১
প্রিয় ভাই! ১৫২
সবকিছুর ধন ভান্ডার তারই কাছে ১৫৩
আল্লাহ তাআলার হাত সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ ১৫৫
আমি তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করে দিয়েছি ১৫৫
আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো ১৫৯
যে আল্লাহকে সাহায্য করবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন ১৬৩
তোমাদের কর্মফল ১৬৪
তুমি কি জানো কী ছিল তাদের কর্ম? ১৬৫
কী করতে সক্ষম? ১৬৬
সাহায্য মন্থর ও ধীরগামী নয় ১৬৬
মানুষ ভুলে যায়! ১৬৭
আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হই নিজেদের আনুগত্য
এবং শত্রুদের পাপাচারের কল্যাণে ১৬৭
দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত ১৬৯
দুনিয়া কেন ধ্বংস হয়? ১৬৯
সংগ্রামের ময়দানসমূহ ১৭২
নিহত ও ঘাতকের মোকাদ্দমা ১৭২

ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ
আমাকে ডাকো
আমি তোমাদের
ডাকে সাড়া দেবো
[সূরা গাফির, আয়াত : ৬০]

মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে চাই মহৎ কর্মপন্থা

إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ.

আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৮১]

এটি মুসা আলাইহিস সালামের উক্তি। ফিরাউনের সাথে স্মরণীয় সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাতে তিনি এ কথা বলেছিলেন। এর মর্ম হচ্ছে, দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত, আল্লাহর অপছন্দ কাজে নিযুক্ত, এর পেছনে সদা সচেষ্ট—আল্লাহ তাআলা তাদের কাজকে সার্থকতা দেন না এবং কার্যকর সুন্দর পরিণাম দান করেন না। তাদের কাজ সার্থক না করার মানে এই না যে, তাদের কাজ বাস্তবায়ন হয় না। বরং তাদের কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে না, আল্লাহ তাআলা তাদের কাজ থেকে বরকত উঠিয়ে নেন এবং পরিশেষে তাকে ধ্বংস ও পরিত্যক্ত হিসেবে পর্যবসিত করেন। এই উক্তির পূর্বে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে অসার ও অকার্যকর করে দেবেন।' এটি তারই বিশদ ব্যাখ্যা।

উক্ত আয়াতের মর্ম স্পষ্ট করতে গিয়ে আল্লামা মারাগি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা দুষ্কৃতকারীদের কাজ ঐশী সমর্থন দ্বারা বলীয়ান করেন না। তাকে স্থায়িত্ব দান করেন না, বরং তাকে ধ্বংস করে দেন। বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন করে দেন। সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর সত্যকে দৃঢ়পদ করেন। নিজ মহিমান্বিত কালাম দ্বারা সমস্ত বাতিল ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা করেন—এটি তাঁর আইনগত চাহিদার বাস্তবরূপ। এজন্যই ফিরাউনের বিরুদ্ধে মুসা আলাইহিস সালামকে সাহায্য করেছেন এবং বনি ইসরাইলকে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।[১]

---

[২] *তাফসিরুল মারাগি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৪৩।

অবশ্য-বিলুপ্ত ও আশু-ক্ষয়প্রাপ্ত বাতিলের প্রকৃতি স্পষ্ট করতে গিয়ে শাইখ তাহের বিন আশুর বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাজের সুষ্ঠুতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন হয় বিলুপ্তি ও ধ্বংসের জন্যই। বস্তুত ভ্রান্তি ও অন্যায়ের নিয়তি হচ্ছে, সময়ের আবর্তে দুর্বল হতে হতে অবশেষে তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[২]

এজন্যই এর পরের আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

আল্লাহ্ নিজ কালাম দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও দুষ্কৃতকারীরা তা অপছন্দ করে। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৮২]

তাই সত্যকে বলা হয় 'হক'। কেননা তা স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। স্থায়িত্বের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা নির্ণীত হয়।

উক্ত আয়াতে 'আল্লাহর কালাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁর শাশ্বত চিরন্তন প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ বাণী।[৪]

আল্লাহ্ তাআলা কোনো কাজ সম্পাদন করতে চাইলে শুধু বলেন 'কুন'—এতেই তা বাস্তবায়ন হয়ে যায়। মানুষের মাঝে প্রচলিত ছোট বাক্যের মধ্যে অন্যতম এটি। কিন্তু 'কুন' বলতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্ তাআলা ততটুকু সময়ের প্রতিও মুখাপেক্ষী নন; বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারণ হলেই কাজ বাস্তবায়ন হয়ে যায়, উদ্ভব ঘটে। অতএব, অন্যায় ও ফাসাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত; কেননা তিনি বলেন,

وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ.

প্রতিটি কাজই নির্ধারিত। [সুরা আল কামার, আয়াত : ৩]

শাইখ বিকায়ি রাহিমাহুল্লাহ্ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'নির্ধারিত' মানে হচ্ছে বিদ্যমান ও সাব্যস্ত। অর্থাৎ এর শেষ পরিণতি ও বাস্তবতা একটি পর্যায়ে গিয়ে উদ্ভাসিত হবে, কারও কাছে তা অস্পষ্ট থাকবে না এবং এতে কোনো বাহানারও প্রয়োজন পড়বে না। অতএব, সত্য সব সময় ভ্রান্তি, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদির আবর্তের পর নিজ পরিণতিতে পৌঁছুবে এবং চিরস্থায়ী হয়ে যাবে; কখনো তার বিলুপ্তি হবে না। অন্যদিকে যত ভ্রান্তি আছে, যার দিকে মানুষ আহ্বান করে—সব একসময় শেষ পরিণতিতে পৌঁছুবে

---

[২] *আত-তাহরির ওয়াত তানবির*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৫৩।

[৪] *আল মুহাররির আল ওয়াজিয*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩৩।

এবং চিরস্থায়ীভাবে বিলুপ্তি হয়ে যাবে। যখন নির্ধারিত সময় আসবে, তখন সব জিনিসের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাবে; দুর্ভাগাদের থেকে সৌভাগ্যবানদের পার্থক্য রেখা প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে।[৪]

সেই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যার সামনে কোনো কিছুই অতর্কিত কিংবা আকস্মিক নয়। কোনো ঘটনাই যাকে সন্ত্রস্ত করতে পারে না; আসমান ও জমিনবাসী যতই তা নিয়ে উদ্বেলিত ও অস্থির হোক না কেন। প্রতিটি কাজের সূচনা ও সমাপ্তি তাঁর কাছে একই রকম। তিনি তার বাস্তবতা ও পরিণতি উভয় সম্পর্কে জ্ঞাত। আর যিনি শেষ ফলাফল সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকেন, তিনি তা নিয়ে অস্থির হন না।

পক্ষান্তরে সংস্কার ও সৎকর্মকারী, যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই কাজ করেন, আল্লাহ তাআলা তাদের কাজে সমৃদ্ধি ও বরকত দান করেন, তাকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন এবং স্থায়ীভাবে বিকশিত করেন। "দৃষ্টান্ত ও ধর্তব্য বর্তমান নয়, বরং শেষ পরিণতি ও ফলাফলই দৃষ্টান্ত ও ধর্তব্য হয়।" আর মুমিন এই নিয়মের ওপর অগাধ বিশ্বাসের ফলে উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, অন্যায়কারী ও অপরাধীদের কাজ কখনো কখনো খুব স্বল্পসময়ের জন্য নির্দিষ্ট সীমিত পরিসরে সফলতার মুখ দেখলেও অনতিবিলম্বে তা তাদের ওপর বিপদ ও অভিশাপরূপে আবর্তিত হয়।

তাই মুসলিম শাসক ও নেতাদের বিচক্ষণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। প্রজাদের নমনীয়তার সাথে এই নীতির দীক্ষা দিতে হবে। তারা স্বহস্তে ন্যায়ের যে প্রাসাদ তৈরি করেছেন তা যেন চুরমার না হয়ে যায়। কেননা, অন্যায়কারীদের আল্লাহর মুখোমুখি হওয়ার তিল পরিমাণ শক্তিও নেই। আর আল্লাহ তাআলার অলঙ্ঘনীয় নীতি হলো, যেই অন্যায় কাজ করবে, সে অবশ্যই তার কৃতকর্মের জন্য কঠোরভাবে পাকড়াও হবে।

তাই পঞ্চম খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ তার গভর্নর আবদুর রহিম বিন নুয়াইমের কাছে সংক্ষিপ্ত মূল্যবান ও সারগর্ভ চিঠি পাঠিয়েছিলেন—

> কাজ চালিয়ে যাও ওই ব্যক্তির মতো যে জানে যে, 'আল্লাহ তাআলা দুষ্কৃতকারীদের কর্ম সার্থক করেন না'।[৫]

ফলে তাঁর রাজ্য সংশোধিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শাসনকার্যও হয়েছিল উন্নত ও দৃষ্টান্তমূলক। পুরো দেশে ইনসাফ, শান্তি ও সততার নির্মল ছায়া বিস্তৃত হয়েছিল। অন্যায় এবং অন্যায়কারীরা পরাভূত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মাথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল বিধায় পুরো শরীরই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ঝরনা নির্মল হয়ে যাওয়ায় সমস্ত খালবিলও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

---

[৪] *নযমুদ দুরার*, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ৯৭।
[৫] *আল কামিল ফিত তারিখ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১৪।

আল্লাহ তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন

কখনো কখনো দেখা যায়, সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ করে, অন্যায়কারীদের সৎ লোকের পরিচ্ছদ পরিয়ে কিছুদিনের জন্য দুষ্কৃতকারীরা সফলতা অর্জন করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

কে সৎকর্মকারী আর কে অপরাধী তিনি তা জানেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২২০]

আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব—অন্তরের গহিনে লুক্কায়িত কথাও তিনি জানেন। কর্মের ভালো-মন্দ উদ্দেশ্যের কথাও তিনি জানেন। ছোট-বড় তুচ্ছ এমনকি দানা পরিমাণ বিষয়ের হিসাবও তিনি নেবেন। মানুষের অবাধ্যতা প্রিয় অন্তরকে তার সর্ব অবগতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন, যেন প্রত্যেক কাজের বেলায়ই তাঁর নিপুণ পর্যবেক্ষণের কথা স্মরণ করে এবং প্রতিটি কাজের চূড়ান্ত শুভ ফলের প্রতীক্ষা করে।

মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে চাই মহৎ কর্মপন্থা

অন্যায় কখনো কখনো সৎ মানুষদের তাঁবুতে সন্তর্পণে অনুপ্রবেশ করে, যখন তারা মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করতে ভ্রান্ত, বাঁকা পথ ও পন্থা অবলম্বন করে।

যদি তুমি তোমার নীতিকে উৎসর্গ করে, ভ্রষ্ট পন্থা অবলম্বন করে, তোমার উদ্দেশ্যে পৌঁছুতে পারো—তুমি পৌঁছুবে ঠিকই; কিন্তু সেটা আল্লাহর গজব ও অসন্তুষ্টির সীমানায়। আর তুমি যাকে মনে করবে উদ্দেশ্যসাধন, মূলত তা ধ্বংসেরই প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ তাআলা তোমার থেকে বরকত উঠিয়ে নেবেন এবং তোমাকে তার সুপরিণাম থেকে বঞ্চিত করবেন।

মনোযোগ দিয়ে শোনো, সাহাবায়ে কিরাম কীভাবে আপন নীতির ওপর অবিচল ছিলেন, অথচ তা তাদের জন্য ঝুঁকি, আশঙ্কা ও জীবন হারানোর নিমিত্তরূপ নিয়েছিল।

জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবাশায় হিজরত করার পর, নাজাশি বাদশাহর সামনে আমর ইবনুল আস[৬] তাঁকে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাদশাহর বিশ্বাস ও ইসলামি আকিদার মাঝের বিরাট বিরোধকে মেজবান ও আশ্রয়দাতা বাদশাহর সামনে প্রকাশ করে নিজের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে, তখন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু কী করেছিলেন?

[৬] উল্লেখ্য যে, আমর ইবনুল আস রা. তখন কাফির ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।—নিরীক্ষক।

তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, ঈসা আল্লাহর বান্দা, রাসুল ও রুহ। কুমারী মারয়ামের কাছে আবির্ভূত তাঁর কালিমা-আদেশ।[৭]

তিনি এই নীতির ওপর পর্বতসম দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে কোনো বাহানার আশ্রয় নেননি।

ইতিপূর্বে যে বাস্তবতার আলোচনা অগোচরে থেকে গেছে, তা অকপটে বলা ছাড়া উপায় নেই। মেধা ও প্রতিভা এখানে কোনো উপকারে আসবে না। কেননা, আমরা নির্দিষ্ট নীতির অনুসারী; রাজনৈতিক সওদাগর নই। আমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের আদর্শ; ক্ষমতাসীনদের নৈকট্য লাভের জন্য সুযোগসন্ধানী দাজ্জাল নই।

এখানে এসেই শরিয়তের সীমারেখা দাঈর চৌকাঠে উপস্থিত হয়। মুসলিম দাঈগণ সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পর এ কথা স্বীকার করে নেন।

এ রকম পরিস্থিতিতে, এমন কঠিন বিপদসংকুল সময়ে মুসলিম রাজনৈতিকগণ কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবেন?

যখন এক মুহূর্তে তার সমস্ত আশা ও স্বপ্ন চোখের সামনে ভূপাতিত হয়ে যাবে। তার কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে, তখনই তার সামনে একটিমাত্র আকিদা-বিশ্বাসকে বাঁচানোর জন্য যাবতীয় কিছু উৎসর্গ করার নির্দয় আহ্বান!

মোটকথা হয়তো রাজনীতিবিদ, না-হয় মুসলিম। ইসলাম ব্যতীত তার কাছে ওই রাষ্ট্রের কানাকড়িও মূল্য নেই।

প্রতিভা ও মেধার সময় শেষ, এখন সময় এসেছে ঘোষণা করার, আকিদার ঘোষণা; হোক সবাই অসন্তুষ্ট কিংবা ইসলামের যাবতীয় অর্জন বিনষ্ট।[৮]

---

[৭] *আল বালাগুল হামাকি ফিস সিয়াসাতিল বালাওলিয়া*, পৃষ্ঠা : ৯৭-৯৮।

[৮] *আল বালাগুল হামাকি*, পৃষ্ঠা : ৯৭-৯৮।

মুত্তাকিরাই সফল

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

শেষ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য নির্ধারিত। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১২৮]

প্রত্যেক জিনিসের পরিসমাপ্তিকে 'আকিবাহ' বলা হয়। আল্লাহ তাআলা তা মুত্তাকিদের হবে বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এর স্বরূপ হলো, দুনিয়ায় বিজয় ও সফলতা এবং আখিরাতে জান্নাতপ্রাপ্তি।

'আকিবাহ' দুনিয়ার জীবনেও হয়, এর দলিল নিম্নোক্ত আয়াত। আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনার বিবরণের পরও এই শব্দটি উল্লেখ করেছেন। বিপুল ধৈর্যের পর তাঁকে তাঁর জাতির ওপর বিজয় দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এগুলো অদৃশ্যের খবর। আমি আপনার কাছে তা ওহি হিসেবে পাঠিয়েছি। ইতিপূর্বে আপনি এবং আপনার গোত্রের কেউ এর ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। অতএব ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই 'আকিবাহ' [শেষ পরিণতি] মুত্তাকিদের জন্য। [সুরা হুদ, আয়াত : ৪৯]

অর্থাৎ শেষের বিজয় ও সাহায্য আপনার ও আপনার অনুসারীদের জন্যই, যেমনটি হয়েছিল নুহ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে।

এটি একটি অবশ্য-সংঘটিত সুসংবাদ ও অলঙ্ঘনীয় ওয়াদা। উক্ত আয়াত থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়াতে যখন মুত্তাকি ও তার বিপরীত, এ দুই ধরনের লোক থাকবে—তখন আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের দুনিয়ার উত্তরাধিকার বানাবেন। অন্যদের

দুনিয়ার বুকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া সাময়িক অথবা তাকওয়াহীনতায় জমিনবাসী সকলেই সমমানের হওয়ার কারণে।[৯]

বাতিল কখনো কখনো কালের পরিক্রমায় বিজয়ী হয়ে যায়। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যই আল্লাহর বান্দাদের জন্যই নির্ধারিত। স্থায়িত্ব শুধু সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ব্যাপারে কুরআন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে এবং তা সুপ্রসিদ্ধ।

মুত্তাকি কারা?

মুত্তাকি দ্বারা উদ্দেশ্য কারা এখানে তা স্পষ্ট করা উচিত; যেন নাম থেকে কোনো ধরনের সংশয়ের সৃষ্টি না হয়।

শাইখ মুহাম্মদ রশিদ রেজা বলেন, জমিনে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব করার আলোচনায় 'মুত্তাকি' দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সমস্ত লোক, যারা দেশকে বিনাশকারী এবং জাতিকে দুর্বলকারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। আর তা হচ্ছে, শাসকদের মাঝে জুলুম-অত্যাচারের প্রবৃদ্ধি এবং দেশ ও জাতির মাঝে নৈতিক অবক্ষয় ও মূর্খতার প্রসার। পাশাপাশি বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা ও পরাজয়ের মনোভাব তৈরি হওয়াও এর নেপথ্য কারণ। এ ক্ষেত্রে যারা অটুট ও সৎ থাকতে পারে, তারাই তাদের সামষ্টিক শক্তি ও ঐক্যের পরিমাণ অনুযায়ী দুনিয়ায় স্থায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[১০]

শাইখ মারাগি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'চূড়ান্ত ও শেষ শুভ-পরিণতি তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং জমিনের বুকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলে। যেমন, ঐক্য, সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং বিপদে-আপদে কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এ ছাড়া অভিজ্ঞতা যাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে সেগুলো এবং শরিয়তের অন্যান্য বিষয়াবলির প্রতি যত্নশীল হওয়া।'

মোটকথা, এই বিষয়টি ফিরাউনের দাম্ভিক দাবির মতো অলিক নয়; বরং বিজয় ও কর্তৃত্ব তারাই লাভ করবে যারা ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় এবং যাদেরকে আল্লাহ তাআলা জমিনে উত্তরাধিকার বানানোর ওয়াদা ও সুসংবাদ দিয়েছেন।

আমরা মুসলমানরাই এই প্রতিশ্রুতির পাত্র; শর্ত হলো, তাঁর শরিয়ত কায়েম করা এবং তাঁর পথে চলা'।[১১]

---

[৯] *তাহরিম তানাসিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৬০।
[১০] *তাফসিরুল মানার*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮০।
[১১] *তাফসিরুল মারাগি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৮।

কিন্তু এই বিষয়টি একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে সক্ষম, যাদের ঈমানি চেতনায় উজ্জীবিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে।

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সূচনাকালে কাজের পরিসমাপ্তির দিকে দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ অর্জন করতে পারে এবং তার অনিষ্ট ও লোকসান থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর যে ব্যক্তি ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে না, তার ওপর আবেগ ও প্রবৃত্তি ভর করে বসে; ফলে কাঙ্ক্ষিত শান্তির পরিবর্তে দুঃখ ও বেদনায় জর্জরিত হয় এবং প্রতীক্ষিত আরাম ও আনন্দের বদলে ক্লান্তি ও ক্লেশ ঘরে তোলে।'[১২] মুসা ও খিজির আলাইহিমাস সালামের ঘটনা থেকেও আমরা বিস্তর শিক্ষা লাভ করতে পারি। সৃষ্টির প্রজ্ঞা ও তাৎপর্যই মুসা আলাইহিস সালামের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, তাহলে স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য কীভাবে বুঝে আসবে!

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এটি এমন একটি নীতি, মানুষ এর গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে না পারলে, নাফরমানি ও কুফুরির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আর সচেতন দৃষ্টিতে তা বুঝে নিতে পারলে সমূহ বিপদাপদের মাঝেও সে প্রশান্ত ও প্রসন্ন থাকতে পারে।'[১৩]

একটি আপত্তি ও তার নিরসন

জনমুখে বহুল প্রচলিত একটি আপত্তি আছে। ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ তার সুন্দর নিরসন করেছেন। এখানে তাঁর বক্তব্য দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উপকারে আসবে বিধায় নিয়ে এলাম। তিনি বলেন, আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করব। তা হলো, মানুষ প্রায়শই মুসলিমদের বিভিন্ন বিপদাপদে জড়িয়ে যাওয়ার খবর শুনে ও প্রত্যক্ষ করে। অনুরূপভাবে কাফির-মুশরিক, মুরতাদ ও জালিমদেরকে দেখে নেতৃত্ব ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ফলে তারা ধারণা করে যে, দুনিয়ার যাবতীয় সুখ শান্তি কাফিরদের জন্যই নির্ধারিত। এখানে মুমিনদের অংশ খুবই তুচ্ছ। আবার এমন ধারণাও করে যে, দুনিয়ায় মুসলিমদের ওপর কাফির-মুনাফিকদের বিজয় ও সম্মান চিরস্থায়ী। এ ধারণার বশে বলতে থাকে, আমরা সত্যের ওপর আছি বিধায় আজ পরাজিত, নিগৃহীত। কিন্তু যখন মুমিনদের ব্যাপারে বর্ণিত শেষ পরিণতি ও ফলাফলের সুসংবাদগুলো শুনলে তখন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে, এগুলো সব 'আখিরাতের জন্য'।

যদি তাদের বলা হয়, আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দা ও প্রিয় ব্যক্তিদের সাথে এমন আচরণ কেন করেন?

---

[১২] *সইদুল খাতির*, পৃষ্ঠা : ২৫।
[১৩] *সইদুল খাতির*, পৃষ্ঠা : ৩৮৭।

তারা বলে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাজত্বে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

এর স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত দ্বারা দলিলও পেশ করে,

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ.

> তিনি কি করেন তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই; কিন্তু মানুষ ঠিকই জিজ্ঞাসিত হবে। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩]

আবার অনেকে এভাবেও উত্তর দেয় যে, তাদের সাথে তিনি এ রকম আচরণ করেন, যেন তারা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের মর্যাদা উন্নত করতে পারে, আখিরাতের সমূহ কল্যাণের অধিকারী হতে পারে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারে।

সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত এসব কুধারণা ও বাজে কথাগুলো দুটি ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল।

প্রথম ভূমিকা : সে নিজের ও নিজের দ্বীনদারির ব্যাপারে সুধারণায় লিপ্ত। অর্থাৎ তাকে যার আদেশ দেওয়া হয়েছে সে তা বাস্তবায়ন করেছে, যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত আছে। অন্যদিকে তার শত্রু ও বিরোধী পক্ষ নিজেদের ওপর যে আদেশ এসেছে তা পালন করছে না এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকছে না। ফলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বেশি নিকটবর্তী ও প্রিয়। আর তার বিরোধী সে হিসেবে অনেক দূরে।

দ্বিতীয় ভূমিকা : তার বিশ্বাস, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশেষ কোনো কারণে সঠিক পথের অনুসারীদের দুনিয়ায় সুপরিণাম, সাহায্য ও বিজয় দান করেন না। বরং তারা আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার পরও তাদেরকে নির্যাতিত-নিপীড়িত ও নিগৃহীত করে জীবনযাপন করান।

আল্লাহ মাফ করুন! কত মূর্খ ধর্মপ্রাণ মানুষ, অন্তর্দৃষ্টিহীন দ্বীনদার এবং বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ ইলমের দাবিদার—এই প্রতারণার শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

তাদের এই ধারণা বা বিশ্বাস—যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় সঠিক পথের অনুসারীদের সাহায্য করেন না, বরং কাফির-মুনাফিকদের সাহায্য করেন এবং দুনিয়ায় অপরাধী, পাপাচারী ও অন্যায়কারীরাই কর্তৃত্ব করবে—আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ও সুসংবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই প্রসূত।

প্রথম ভূমিকার অসারতা

বান্দা অজান্তে অনেক ওয়াজিব তথা আবশ্যকীয় কাজ আদায় করে না। অনেক ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিও তার কাছে অজানা থাকে। ফলে অজ্ঞতাবশত সে তার ওপর আমল করতে পারে না। আবার কখনো জেনে-শুনে অলসতা বা অবহেলা কিংবা অমনোযোগিতার কারণে অনেক ওয়াজিব ছেড়ে দেয়। কখনো ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা ও অন্ধ-অনুকরণের কারণেও ওয়াজিবের ওপর আমল করে না। অথবা তার ধারণা অনুযায়ী সে ওই ওয়াজিবের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবে মশগুল থাকে।

আমরা জানি, অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াজিবগুলো শরীরের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াজিবের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক মানুষের নিকট তা ওয়াজিব পর্যায়ের গুরুত্ব বহন করে না; তারা এগুলো মুস্তাহাব ও নফল মনে করে। যেমন : অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। অতএব বোঝা গেল, নিজের আমল নিয়ে শ্লাঘাবোধ করার কোনো যথার্থতা নেই।

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে অবশ্যই তোমরা বিজয়ী ও উন্নত হবে।' [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯]

বান্দার উন্নতি তার ঈমানের উন্নতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তেমনি পূর্ণ সাহায্য ও সমর্থন শুধু পূর্ণ মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি রাসুল ও মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে, সাহায্য করব।' [সুরা গাফির, আয়াত : ৫১]

'যারা ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সহায়তা করেছি, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে।' [সুরা সফ, আয়াত : ১৪]

অতএব, যার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হবে তার সাহায্য ও বিজয়ের ভাগও ত্রুটিপূর্ণ হবে। তাই যদি বান্দার নিজের বা পরিবারের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় কিংবা শত্রু তার ওপর কর্তৃত্ব করে তখন বুঝতে হবে, এটা তারই কোনো গুনাহের ফসল। হয়তো সে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে কিংবা কোনো হারাম কাজ করেছে, যা তার ঈমানে ত্রুটি সৃষ্টি করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে, নিজের আমলকে যথার্থ মনে করা একটি ভুল। পাশাপাশি এ কথা 'সত্যের পথে থাকলে বিপদ আসবেই' তাও ঢালাওভাবে বলা ভুল। তাহলে তাদের প্রথম ভিত্তি অলিক প্রমাণিত হলো।

এই আলোচনা দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় তারও খণ্ডন হয়ে যায়।